

“দুর্গীতির সুষম বন্টন”

অবশেষে বহুপ্রতিশ্রুত দুর্গীতির ডাটাবেজটি জনসমক্ষে প্রকাশ করলো টিআইবি। ২০০১ সালে ম্যাডাম জিয়ার জাতীয়তাবাদী সরকার ক্ষমতারোহণের পর পূর্ববর্তী আওয়ামী লীগ সরকার কতৃক গৃহিত সমস্ত পদক্ষেপ ‘নাল এন্ড ভয়েড’ করতে রীতিমত জিহাদ ঘোষণা করে। ‘আওয়ামী লীগ যাকিছু করে বা করার কথা ভাবে- তার সবকিছুই দেশ তথা জনগণের জন্য অকল্যানকর হতে বাধ্য’- এরূপ একটি পলিসি নিয়ে হাটা শুরু করে সরকার। এই পলিসির তাৎক্ষণিক বলি হিসেবে যে কয়টি কর্মসূচী মুখ থুবড়ে পড়ে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ‘ডেড হর্স’ অপবাদ দিয়ে ন্যাম সম্মেলন বাতিল (সম্মেলন বাতিল করা হলেও অবশ্য ন্যাম ফ্লাটগুলি জাতীয়তাবাদী নেতাকর্মীদের মধ্যে বিলবন্টনে কোন অসুবিধা হয়নি), দু’দিনের পরিবর্তে একদিন ছুটি ঘোষণা (চার বছর পর অবশ্য দু’দিন ছুটির যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়েছে সরকার), আওয়ামী লীগ সরকারকৃত গৃহীত বিদ্যুতপ্রকল্পগুলি বাতিল (কানসাট ও শনির আখড়ার ধাওয়ার পর বাতিল প্রকল্পগুলি পুনরায় আমলে নিয়েছেন ম্যাডাম), সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে নিম্নীমান স্বাধীনতা স্মারকস্তম্ভ নির্মান বন্ধ ইত্যাদি। তবে সবকিছু ঢালাওভাবে বন্ধ করার নীতি গ্রহন করা হলেও আওয়ামী লীগের একটি পদক্ষেপকে বুক দিয়ে আঁকড়ে ধরে সরকার। শুধু বুক দিয়ে আঁকড়ে ধরা নয়, শিল্পটিকে পরম মমতায় লালনপালন ও বিকশিত করে মহীরুহে পরিণত করে। আওয়ামী লীগ এক কদম হেটেছিল, অর্থাৎ পাঁচ বছরের শাসনামলে একবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ম্যাডাম পর পর চার বারই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়ে দেশবাসী তথা বিশ্ববাসীকে চমক লাগিয়ে দিলেন। ম্যাডামের এই রেকর্ড আওয়ামী লীগাররা ভবিষ্যতে সহজে ভাঙতে পারবে বলে মনে হয় না।

টিআইবি চীফ প্রফেসর মোজাফফর বৈজ্ঞানিক মানুষ, তথ্যউপাত্ত নিয়ে কায়কারবার তার। তাকে প্রতিদিনকার খবরের কাগজের রিপোর্টের দিকে চেয়ে বসে থাকতে হয়। যেসব রিপোর্টের ভিত্তিতে টিআইবি তাদের ডাটাবেজ প্রনয়ন করে থাকে, প্রতিদিনকার সংবাদপত্র ঘেটে সেগুলিকে যাচাই বাছাই করে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরী করা সহজ কাজ নয়। মাত্র তিন মাসে কয়েকটি মেইনস্ট্রীম সংবাদপত্রে যেসব লোমহর্ষক বিবরণ ছাপা হয়েছে, সেগুলি পড়লেই যে কোন বিবেকবান মানুষের মাথা ঘুরে যাওয়ার জন্যে যথেষ্ট। উদাহরণস্বরূপ সামান্য কয়েকটি রিপোর্ট কোট করছি এখানে- “কর্মীসমর্থক মোটাতাজাকরণ প্রকল্প”- ২০০৬ সালের বরাদ্দ ১০০ কোটি টাকা (যুগান্তর-১৮ই এপ্রিল ২০০৬), ছাগল প্রকল্প ও কাঠালের রস প্রকল্পে ১৮ কোটি টাকার অনিয়ম (প্রঃ আলো ২২শে এপ্রিল-২০০৬), বিদ্যুতের উন্নয়ন বাবদ ৪ বছরে ১৮০০ কোটি টাকা লোপাট (উন্নয়ন বলতে হ্যারিকেনের যুগে পুনঃপ্রত্যাবর্তন), বুকি হ্রাস ঋন বাবদ ৭৫ কোটি টাকা লুটপাট (যুগান্তর-৫ই মে-২০০৬), পাসপোর্ট প্রকল্পে দেড় হাজার কোটি টাকা লুটপাট (যুগান্তর-ঐ), শাজাহান সিরাজের দুর্গীতির শ্বেতপত্র (জনকণ্ঠ-১৭ই জুন-২০০৬), বিমানে পরিকল্পিত বিপর্যয়-৭০০ কোটি টাকার হাতছানি (সাপ্তাহিক-২০০০), বাজার সিডিকেট করে জনগণের পকেট ফাক (সাপ্তাহিক-২০০০, ৩০শে মে-২০০৬), অতিরিক্ত ৩ লাখ কোটি টাকা মুনাফা (জনকণ্ঠ-২৯শে মে ২০০৬), মন্ত্রী-এমপিদের সম্পদের পাহাড় (জনকণ্ঠ-৩০শে মে-২০০৬), জিয়া পরিবারের ফ্রিষ্টাইল ব্যবসা (ডেইলি স্টার, নভেম্বর-১৯-২০০৫), পূর্তমন্ত্রীর বিমূর্ত কাজকারবার (সাপ্তাহিক-২০০০), পিন্টু ভাইয়ের দখলদারীত্বের রেকর্ড, সালাহউদ্দিন এমপি’র চাদাবাজির রেকর্ড (প্রায় প্রতিটি মেইনস্ট্রীম সংবাদপত্র) ইত্যাদি ইত্যাদি। কী অদ্ভুত নাম সব! মোটাতাজা প্রকল্প, কাঠালের আমস্বত্ব প্রকল্প, ছাগল প্রকল্প। বড়োই আফশোষ যে সত্তর সংখ্যাবিশিষ্ট এত বড়ো একটি মন্ত্রীসভায় একজন ছাগল উন্নয়ন মন্ত্রী তথা ছাগল মন্ত্রী উপহার পেল না দেশবাসী।

দেশটা যে দুর্গীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে গেছে তা বুঝতে এত গবেষণা ও তথ্যউপাত্ত আকীর্ণ রিপোর্টের দরকার পড়ে না। জনগণ প্রতিনিয়ত হাড়ে হাড়ে টের পায় তা। প্রতিদিন বাজার করতে যেয়ে জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্যের আঁচে টের পায়, ছোট পর্দায় জাতীয়তাবাদী নেতাকর্মীদের চকচকে মুখ ও মোটাতাজা ঘাড়গর্দান দেখে টের পায়, ম্যাডামকৃত প্রচারিত উন্নয়নের জোয়ার তত্ত্ব শুনতে শুনতে টের পায়, সারডিজেল কিনতে যেয়ে টের পায়, দুঃসহ গরমে ছটফট করতে করতে টের পায়,

মোমবাতি হাতে পরীক্ষার হলে যেতে যেতে টের পায়, খাবার পানিটুকু সংগ্রহ করতে যেয়েও টের পায়। মন্ত্রী-সচিবরা যতো বড় গলায়ই এই রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করুক, পার্লিকের তাতে কিছু আসে যায় না। আমার আজকের আলোচনা ম্যাডামের চতুর্থ মেয়াদের চ্যাম্পিয়নশীপ নিয়ে নয়, কারণ এতগুলি অর্জনের পর চ্যাম্পিয়ন যে তিনি হবেনই এতো জানা কথা। **আমার আলোচনা চ্যাম্পিয়নশীপের ধরণ বা ষ্টাইল নিয়ে।** গত তিন বার চ্যাম্পিয়নশীপের শীর্ষে ছিল নাজমুল হুদার যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, পুলিশ ও কাস্টমস ডিপার্টমেন্ট ইত্যাদি। এবার শীর্ষস্থানটি ভুইয়া সাব ও শাজাহান সিরাজদের দখলে চলে গেছে। জাতীয়তাবাদী অভিধান অনুযায়ী এর নামই হয়তো উন্নয়ন ও সম্পদের সুসম বন্টন। দুর্গীতির উন্নয়ন শুধু যোগাযোগ আর পুলিশ-কাস্টমস ডিপার্টমেন্টেই সীমাবদ্ধ থাকবে এটা মেনে নেয়া যায় না। তাই হয়তো সাইক্লিক অর্ডারে তা এক মন্ত্রণালয় থেকে আরেক মন্ত্রণালয়ে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে প্রতি বছর। এভাবেই একদিন সব ক’টি মন্ত্রণালয় সমভাবে উন্নয়নের ছোয়া পাবে। **“দুর্গীতির সুসম বন্টন”** শিরোনামে এই নুতন মডেলটির নামকরণ করা যায় কিনা, জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদরা তা ভেবে দেখতে পারেন।

এবারে শীর্ষস্থানলাভকারী মান্নান ভুইয়া-শাজাহান সিরাজরা এককালে তুখোড় বামপন্থী ছিলেন। বাম রাজনীতি যারা করেন, আর্থিক বিষয়ে তারা সৎ হন- এরূপ একটি কথা আগে আমাদের সমাজে প্রচলিত ছিল। মাওলানা ভাসানি, কমরেড মনি সিং, জ্ঞান চক্রবর্তী- ইত্যাদি বাম নেতৃবৃন্দ এই ধারণা মানুষের মনে রোপন করেছিলেন। রাজনৈতিকভাবে ভিন্ন মতাবলম্বী লোকেরাও তাদের ব্যক্তিগত সততা ও নির্লোভ ইমেজ নিয়ে কোনদিন প্রশ্ন তুলেননি। পশ্চিম বঙ্গে বামশক্তি গত আটাশ বছর ধরে ক্ষমতায়। পত্রপত্রিকার রিপোর্টে প্রকাশ, বাম জোটের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কোন ব্যাঙ্ক একাউন্ট নেই, নেই নিজস্ব একটি বাড়ী। স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে অখ্যাত আলীমুদ্দিন রোডের দু’কামরার একটি অতি সাধারণ ফ্ল্যাটে বসবাস করেন তিনি, যার আয়তন খুব বেশী হলে চৌদ্দ শ’ স্কয়ার ফিট। তার কোন ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নেই! তার স্ত্রী একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরীয়ানের চাকুরি করেন এবং প্রতিদিন বাসে করে অফিসে যান। কোম্পানী মিসেস ভট্টাচার্যকে একটি গাড়ী দিতে চাইলে তিনি সর্বিনয়ে এই বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে স্বতন্ত্রভাবে গাড়ী পাওয়ার উপযুক্ত নন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী হিসেবে গাড়ী দেয়া হলে সেটা গ্রহন করাটা হবে তার জন্যে অনৈতিক। (ইনকিলাব-৩০শে মে-২০০৬)। শুধু বুদ্ধদেব বাবু? রাজ্য সম্পাদক বিমান বসুর চালচিত্রটা কী? চিরকুমার এই তুখোড় বাম নেতার সম্বল বলতে এক জোড়া ধুতিপাঞ্জাবি। ঘরবাড়ীর বালাই নেই, রাতযাপন করেন পাটি অফিসে!

তাহলে দেখা যাচ্ছে বামপন্থী রাজনীতির বিদায়ঘন্টা বেজে গেলেও পশ্চিম বঙ্গের বাম নেতারা জীবনব্যাপী চর্চার ফলে যে চরিত্র অর্জন করেছেন, এখনও তা আঁকড়ে ধরে আছেন। ক্ষমতা পেয়েও চরিত্রশ্রষ্ট হননি। এই চিত্রের সাথে আমাদের দেশের মান্নান ভুইয়া, শাজাহান সিরাজ, আলমগীর কবিরদের চিত্রটা একটু মিলিয়ে নিন পাঠক। এরূপ কেন হয়? সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের এক বইয়ে পড়েছিলাম- মনু সংহিতার বিধান হচ্ছে-- ‘ধান চুরি, পশু চুরি, লোহা কিংবা তামা চুরি, মাতাল মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার, বৈশ্য ও শূদ্র মহিলার সাথে ব্যভিচার, বৈশ্য, শূদ্র ও বিধম্মীকে হত্যা করায় কোন অপরাধ নেই। নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার এগুলি’। সোজাকথায়- চুরি করা ও ব্যভিচার করা কোন গুরুতর অন্যায় কাজ নয়।

আমাদের রাজনৈতিক নেতারাও কি তাহলে মনু সংহিতা ফলো করতে শুরু করেছেন?

ছগীর আলী খাঁন

০৭-০৭-২০০৬